২৪ পরগনা
আনন্দবাজার পত্রিকা
রবিবার ৩ জুলাই ২০২২

সৃজন: সন্দেশখালি ১ ব্লকের শেয়ারা রাধানগর পঞ্চায়েতের পাশে ডাঁসা নদীর চরে প্রায় ৯ হাজার ম্যানগ্রোভের চারা লাগানো হল সন্দেশখালির একটি সংগঠনের তরফে। শনিবার সংগঠনের তরফে শুভাশিস মণ্ডল জানান, গ্রামের এই অংশে ম্যানগ্রোভ নেই। তাই বৃক্ষরোপণ করা দরকার ছিল। গাছ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। —নবেন্দু ঘোষ

ইদেই বাড়ি ফেরার কথা ছিল মহিউদ্দিনের

নিজস্ব সংবাদদাতা

বসিরহাট

দিন তিনেক আগে শেষবার ফোন করেছিলেন স্ত্রীকে। জানিয়েছিলেন, ইদের ছুটি পেয়েছেন। খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন। তবে অদৃষ্টে ছিল অন্য কিছু।

মাটিয়ার ঘোড়ারাস গ্রামের উত্তরপাড়ার বাসিন্দা, বাহিনীর জওয়ান শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ (৩২) মণিপুরের সেনা ব্যারাকে পাহাড়ের ধসে মারা গিয়েছেন।

ন'বছর আগে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন মহিউদ্দিন। মণিপুরের টুপুলে ১০৭ ইউনিট গোর্খা রাইফেলসে কর্মরত ছিলেন। সেখানেই গত বুধবার পাহাড়ি ধসে চাপা পড়েন মহিউদ্দিন-সহ সেনা ব্যারাকের ৫২ জন। দুর্ঘটনার খবর এলেও মহিউদ্দিনের দেহ না মেলায় খানিকটা আশায় ছিলেন পরিবারের সদস্যেরা। তবে শনিবার সকালে প্রশাসন থেকে মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছেছে বাড়িতে। রবিবারই সম্ভবত দেহ...

মহিউদ্দিন ধসে আটকে পড়েছেন শুনে গত তিন দিন ধরেই গ্রামের মানুষ ভিড় করছেন বাড়িতে। এ দিন মৃত্যুসংবাদ পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন অনেকে। প্রতিবেশীরা জানালেন, হাসিখুশি মানুষ ছিলেন মহিউদ্দিন। তাঁর বাবা-মা নেই। স্ত্রী ও বছর দেড়েকের ছেলে বাড়িতে।

এ দিন সেখানে গিয়ে দেখা গেল, ছেলেকে কোলে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মহিউদ্দিনের স্ত্রী রিমানা আসমিন। জানালেন, এগারো মাস বাড়ি ফেরেননি মহিউদ্দিন। তবে রোজ রাতে ফোনে কথা হত। দুর্ঘটনার আগের রাতেও ফোন করেছিলেন। ইদের ছুটি পেয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন।

মহিউদ্দিনরা তিন ভাই। ছোট ভাই শেখ মিরাজউদ্দিন আহমেদও ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত। কয়েকদিন হল তিনি ইদের ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। মিরাজউদ্দিন বলেন, "দুর্ঘটনার আগের দিন সন্ধ্যায় শেষবারের মতো কথা হয়েছিল। ইদের ছুটিতে সকলে মিলে বাড়িতে আনন্দ করার কথা ছিল। কিন্তু

নতুন ঘরে ওঠা হল না সন্তুর

নিজস্ব সংবাদদাতা

গোপালনগর

নতুন বাড়ি তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। কথা ছিল, অগস্ট মাসে ফিরে সেখানেই উঠবেন। তার আগেই অবশ্য মণিপুরে ধস নেমে মৃত্যু হল গোপালনগরের বারাকপুরের বাসিন্দা সন্তু বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

শুক্রবার রাতে সেনার পক্ষ থেকে পরিবারের কাছে মৃত্যুসংবাদ পৌঁছয়। কান্নার রোল পড়ে যায়। শোকস্তব্ধ পাড়া-পড়শিরাও।

পরিবার সূত্রের খবর, বছর সাইত্রিশের সন্তু ২০০৪ সালে সেনায় যোগদান করেন। ১১ গোর্খা রেজিমেন্টের ১০৭ টেরিটোরিয়াল আর্মির সদস্য ছিলেন। টুপুল এলাকায় কর্মরত ছিলেন। গত ফেব্রুয়ারিতে শেষবার বাড়ি এসেছিলেন। কয়েকদিন থেকে এপ্রিলের ১১ তারিখ ফিরে যান।

বছর পাঁচেক আগে বিয়ে হয়েছিল সন্তুর। স্বামীর মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন স্ত্রী জয়া। বললেন, "অগস্ট মাসে স্বামীর বাড়ি ফেরার কথা ছিল। বাড়ি করছিলেন। কাজ প্রায় শেষ। দরজা-জানলা লাগানো বাকি। এ বার ফিরে সেই বাড়িতে ওঠার কথা ছিল। সব শেষ হয়ে গেল!"

ভেঙে পড়েছেন সন্তুর বাবা গোপালও। তিনি বলেন, "রোজ চারবার করে ছেলে ফোন করত। খেয়েছি কি না, ওষুধ খাচ্ছি কি না— জানতে চাইত। অসুস্থ থাকলেও বলতাম, আমি সুস্থ আছি, তুই সাবধানে থাকিস। এখন কে আর আমার খোঁজ নেবে।" বাবার আক্ষেপ, "নতুন বাড়িতে আর থাকা হল না ছেলেটার!"

স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, ছুটিতে বাড়ি ফিরলে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতেন সন্তু। ...

দুই ... রাখা...

নিজস্ব স...

গাইঘ...

রড চুরির অপবাদ ...
কোমরে শিকল দি...
ঘণ্টা রোদে দাঁড় ক...
মহিলা। শনিবার স...
থানার চাঁদপাড়া এলা...
অভিযুক্ত মৌসুমি দা...
করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয়...
গিয়েছে, চাঁদপাড়া এল...
মৌসুমি এ দিন সকালে...
ওই দুই বালককে রাস্ত...
বাড়ি নিয়ে আসে। অভি...
কোমরে শিকল পরিয়ে...
গ্রিলের সঙ্গে বেঁধে রাখ...
রোদে ঘণ্টা পাঁচেক ...
থাকতে থাকতে ছেলে দু'টি...
পড়ে।

সকাল ১১টা নাগা...

স্কুলে ত... সোশ্যা...

নিজস্ব সংবাদদাত...

বসিরহাট

কয়েক মাস ধরে একের ...
ক্লাসঘরে ভাঙচুর করছিল ...
একাংশ। হাড়োয়া পিঞ্জি ...
শিক্ষক-পড়ুয়ারা উদ্বিগ্ন হয়ে...
এই ঘটনায়। তবে কাউকে চিহ্নি...
যাচ্ছিল না। স্কুলের বেশ কয়েক...
গোটা পঞ্চাশ পাখা বেঁকিয়ে...
হয়। সিসি ক্যামেরা টেবিল-...
বেঞ্চ ভাঙচুর করা হয়। পানীয়...
কল, এমনকী লোহার দরজা-...